বাংলাদেশে আপনি ব্লগ লেখার জন্য খুন হতে পারেন

চার্বাক* যার নাম বেশ কয়েকটি হত্যা তালিকায় থাকার পরে সম্প্রতি বাংলাদেশ থেকে দেশান্তরী হয়েছেন, ফয়সাল আরেফিন দীপন সহ অন্যান্য সাম্প্রতিক হত্যাকান্ডের ঘটনাসমূহ বাংলাদেশে মুক্ত চিন্তার ভবিষ্যতের জন্য কি অর্থ বহন করে সে বিষয়ে আলোকপাত করেছেন।

আমি প্রচণ্ড অসহায়ত্ব, দুর্ভোগ ও আমার হৃদয়ে অজস্র যন্ত্রণা নিয়ে আপনাদের সাথে কথা বলছি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা-উত্তর তরুণ প্রজন্ম – আমার প্রজন্ম – যারা সম্মিলিতভাবে একটি ধর্মনিরপেক্ষ স্বদেশের স্বপ্ন দেখেছিল, তারা আমাদের নিজেদের আরেক প্রিয় প্রজন্মকে হারালো। মাত্র এক সপ্তাহ আগে, চাপাতি-চালনাকারী চরমপন্থীরা ফয়সাল আরেফিন দীপন কে টুকরো টুকরো লাশে পরিনত করেছে, সেই সাথে আমাদের স্বপ্নকেও ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করেছে।

এইবারে কোন ব্লগারকে নয়, কিন্তু একজন ধর্মনিরপেক্ষ বই প্রকাশককে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। তাই এটা মনে হচ্ছে যে যেকোন কার্যকলাপ যা মুক্ত মত প্রকাশের (শুধু ব্লগিং নয়) সহায়ক তা এই চরমপন্থী গোষ্ঠীগুলো কোনমতেই বরদাস্ত করবে না।

বাংলাদেশে বেশিরভাগ মানুষই চাপাতি আক্রমণের মুখে থাকা আমাদের অল্প কয়েকজনকে রক্ষা করতে ইচ্ছুক নন। ক্ষমতায় যারা রয়েছেন তারা নির্বিঘ্নে শাসন করে যাচ্ছেন, আমাদের রাজনীতিবিদগণ "নাস্তিকদের হত্যাকান্ড'র" বিষয়ে মুখ বন্ধ করে রয়েছেন। এমনকি আমাদের শিল্পী-পণ্ডিত-বুদ্ধিজীবীরাও কিছুই বলছেন না, তারা তাদের "গুরুত্বপূর্ণ" কাজ নিয়ে ব্যস্ত। বাক স্বাধীনতা, প্রত্যেক নাগরিকের জীবনের সুরক্ষা, এবং ধর্মনিরপেক্ষতা বাংলাদেশের সংবিধানের মধ্যেই নিরাপদে আটকে রেখে তারা তৃপ্ত- বহুদিন হয়ে গেল বাস্তবে এগুলোর চর্চা হয়নি।

চরমপন্থীদের দ্বারা হত্যা তালিকা প্রকাশ

২০১৩ সালে, আনসারুল্লাহ বাংলা টিম, সাম্প্রতিক কালের আকস্মিক খুনগুলোর পিছনে যে চরমপন্থী গোষ্ঠীর হাত রয়েছে বলে মনে করা হয়, তারা ৮৪ জন ধর্মনিরপেক্ষ ব্লগারদের একটি 'খুনের তালিকা' প্রকাশ করেছিলো। সেই তালিকায় আমার নাম ছিল। (এটাই একমাত্র তালিকা ছিল না, বা এটাই একমাত্র তালিকা হয়ে থাকবে না।)

আমার অনেক সহকর্মী লেখকদের মত আমিও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর সমর্থন, নারীদের অধিকার, এবং সংখ্যালঘুর বিষয়ে ব্লগ বা ফেসবুকে লেখালিখি করার কারণে তালিকাভুক্ত হয়েছিলাম। এছাড়াও আমি ধর্মীয় মৌলবাদের বিরুদ্ধে সমালোচনামুখর ছিলাম।

এই বছরের ২৬ ফেব্রুয়ারি, যখন বিশিষ্ট ব্লগার ও বাংলাদেশী বিজ্ঞানী অভিজিৎ রায়কে কুপিয়ে হত্যা করা হয়, তখন আমি ও আমার সহকর্মী লেখকরা তীব্র যন্ত্রণায় জ্বলছিলাম। আমরা অভিজিৎ এর

হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার দাবি করেছিলাম কিন্তু সরকার ছিল নীরব ও নিষ্ক্রিয়।

আমরা পরে আবিষ্কার করলাম, অভিজিৎ এর হত্যাকাণ্ডের একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল না। ওয়াশিকুর রহমান বাবু, অনন্ত বিজয় দাশ, নিলাদ্রী নীল এবং সর্বশেষে, আরেফিন দীপন, এরা সবাই বিজ্ঞানভিত্তিক প্রশ্ন, মতামত এবং ধর্মনিরপেক্ষ কার্যক্রমের জন্য একটি চরমপন্থী প্রতিক্রিয়ার শিকার- "চাপাতি-উত্তর" পেয়েছিলেন। এসব ঘটনার সুবিচার করতে সরকারের পর্যায়ক্রমিক অনীহা, লক্ষ্যবস্তুতে থাকা অন্যান্য ব্লগারদের জীবন আর বিপন্ন করে তুলছে।

অনন্ত বিজয় দাশ, যিনি অভিজিত এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে করতেন, তার হত্যার পর ছয় মাস পূর্তি হবে ১২ নভেম্বর। এখনো তার হত্যাকারীদের খুঁজে বের করার বিষয়ে কোন অগ্রগতি হয়নি। আজ পর্যন্ত, আহমেদ রাজীব হায়দার- যাকে একই ভাবে একই চরমপন্থী দলের দ্বারা এবং একই কারণে আড়াই বছর আগে হত্যা করা হয়- তার হত্যাকাণ্ডসহ অন্যান্য হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে কোন গুরুতর তদন্ত হয়নি।

কাজ করতে যেতে প্রচণ্ড ভীতি

একটি চাপাতি হত্যাকান্ডর পরেই আমি অফিসে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলাম। আমি অহদিন ধরে অফিসে অনুপস্থিত ছিলাম, আমি প্রায় আমার চাকরি খোয়াতে যাচ্ছিলাম। যেহেতু আমি আমার পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি ছিলাম - আর্থিক প্রভাব হত ভয়াবহ। কিন্তু আমি কিইবা করতে পারতাম? আমার নাম চরমপন্থীদের দ্বারা প্রকাশিত বিভিন্ন তালিকায় থাকার পরও পুলিশ আমাকে রক্ষা করার জন্য ইচ্ছুক ছিল না। অন্তত, আমার এরকমই মনে হয়েছিল অন্যান্য ব্লগার- যারা পুলিশের সাহায্য চেয়েও পায়নি, তাদের কথা শুনে।

আমি নিজেকে আমার বাড়িতে আটকে রাখার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু, অবশ্যই তা ছিল অসম্ভব। রাস্তায় চলাফেরার সময় যে কারো দ্বারা আমি টুকরো টুকরো হতে পারি এটা ভেবে আমি কেমন উদ্বেগে ছিলাম তা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। কেউ আমাকে অনুসরণ করছে কিনা সেটা বোঝার জন্য আমি ক্রমাগত আমার চারপাশের মানুষদের দিকে নজর করতাম। আমার এমন মনে হচ্ছিল যে রাস্তায় চলাফেরা করা সব মানুষই আমার সম্ভাব্য হত্যাকারী। এটি আমার জন্য ছিল একটি ভয়ঙ্কর, ভৌতিক অবস্থা।

কেউ আমাকে বাঁচাতে পারতো না। আমার খুনীদের কখনো বিচার করা হবে না। পরিবর্তে, তারা সমাজের কিছু নির্দিষ্ট অংশের দ্বারা নায়ক হিসেবে শ্রদ্ধা পাবে। এমনকি আমার বাড়িও আমার জন্য নিরাপদ ছিল না। নিলাদ্রী নীল পুলিশের কাছে সাহায্য চাওয়ার পর একই কৌশল অবলম্বন করেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে তার নিজের বাড়িতে কুপিয়ে হত্যা করা হয়।

কোন প্রকারে, এ্যামনেস্টি এবং অন্যান্য মানবিক প্রতিষ্ঠান থেকে সাহায্যে নিয়ে, আমি বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে আসতে পেরেছি। দৃশ্যত, আমি এখন আমার সহকর্মী ব্লগারদের চেয়ে নিরাপদ জায়গায় থাকি। কিন্তু আমি প্রতিটি হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে যখন পড়ি, আমি জানি আমার বাংলাদেশের বন্ধুরা কেমন বোধ করেন, এবং মনে পড়ে আমারও কেমন অনুভূতি হত, আরও মনে পড়ে- কিভাবে আমার মেরুদণ্ড বেয়ে ভয়ের ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে যেত।

“চাপাতি সন্ত্রাসবাদ” এর অধীনে একটি প্রজন্মের জীবনযাপন

আমার মনে হয়না বাংলাদেশের ইতিহাসে অন্য কোন প্রজন্ম এমন একটি দীর্ঘ সময়ের জন্য “চাপাতি সন্ত্রাসবাদ” এর হুমকির অধীনে বসবাস করেছে। বাংলাদেশের অন্য কোনো প্রজন্মই তাদের মনে ক্রমাগত মৃত্যুভয় নিয়ে বাস করেনি।

আমরা পাচারকারী, খুনী, ধর্ষক বা বিশ্বাসঘাতক নই। আমরা কেবল ব্লগ লিখি এবং আমাদের মতামত প্রকাশ করি। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ বই প্রকাশ করে, কেউ কেউ ফেসবুকে লেখালিখি করে এবং আমাদের মধ্যে অনেকেই যুদ্ধাপরাধের বিচার দাবি করেছেন।

কিন্তু নির্মম পরিহাসের বিষয় এটাই যে আমাদের মতামত জঘন্য অপরাধ হিসেবে দেখা হয়, তাই আমাদের হত্যা করা হচ্ছে বা আমাদের নির্বাসিত করা হচ্ছে। তরুণ ব্লগার, লেখক ও কর্মীরা দেশ ছেড়ে যাচ্ছেন এবং ইউরোপ অভিমুখে যাত্রা করছেন।

এবং এইসব হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করতে ইচ্ছুক মানুষের সংখ্যা কমে যাচ্ছে, অন্য দিকে বাংলাদেশে প্রতি মুহূর্তে কলম থামানো হচ্ছে।

*ব্লগার এর পরিচয় গোপন রাখার জন্য নাম পরিবর্তন করা হয়েছে।

IMAGE:

ADAM: 221404© MUNIR UZ ZAMAN/AFP/Getty Images）